দৈনিক বাংলা

তারিখ 06 MAR 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

৩১ জন গ্রেফতার ॥ কাঁদানে গ্যাস ঃ লাঠিচার্জ

জগন্নাথ কলেজে সংঘর্ষ ঃ গুলিতে এসআই নিহত

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শনিবার দুপুরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে দুই দল বন্দুকবাজের গোলাগুলির এক পর্যায়ে বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে পুলিশের এক সাব-ইন্সপেক্টর নিহত হয়েছেন।

নিহত সাব-ইন্সপেক্টরের নাম আবু মোহাম্মদ হাসানুল ফরহাদ। তার বয়স ৩২ বছর। ১৯৮১ সালে তিনি সার্জেন্ট হিসাবে পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেন। বর্তমানে কোতোয়ালি থানায় সাব-ইন্সপেক্টর হিসেবে কর্তব্যরত ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা যায় ঃ চাঁদা আদায়, টেন্ডার লাভ ও ছাত্র ভর্তির ব্যবসা চালানো নিয়ে উদ্ভিখিত দুই গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল। ক্যাম্পাসে প্রভাব বিস্তারের জন্য দুই দলের মধ্যে প্রায়ই সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটতো। গতকাল দুপুরে দুইদল গোলাগুলিতে লিপ্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের কয়েকটি দালানের ছাদে ওঠে এরা বোমাবাজি ও গুলি বর্ষণ শুরু করে। এদের গোলাগুলির ফলে ইসলামের ইতিহাস বিভাগের মাস্টার্স প্রথম পর্বের মৌখিক পরীক্ষা পন্ড হয়ে যায়। ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা প্রাণ ভয়ে ক্যাম্পাস থেকে পালিয়ে যান। পুলিশ কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করেও পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে ব্যর্থ হয়।

পুলিশের কাছ থেকে জানা যায়, শনিবার সোয়া ১২ টার দিকে গোলাগুলি কিছুটা

(৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

গুলিতে নিহত পুলিশের এসআই মোঃ আহসানুল ফরহাদ —দৈনিক বাংলা

দৈনিক বাংলা

তারিখ 06 MAR 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

জগন্নাথ কলেজে সংঘর্ষ ঃ গুলিতে এসআই নিহত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কমলে কর্তব্যরত সাব-ইন্সপেক্টর ফরহাদ ক্যাম্পাসের ভাস্কর্যের পাশে গিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী বন্দুকবাজদের অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। এ সময় তার বুকে বন্দুকবাজদের বর্ষিত গুলি এসে বিদ্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাকে ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত কুর্মিটোলায় কম্বাইন্ড মিলিটারী হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তাররা সেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

একজন পুলিশ কর্মকর্তা জানান, সাব-ইন্সপেক্টর ফরহাদ গুলিবিদ্ধ হবার পর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাসে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীর মধ্যে ক্ষোভ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও তারা অসীম ধৈর্যের পরিচয় দেন। উর্ধ্বতন অফিসারের নির্দেশে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ করতে করতে পুলিশ ক্যাম্পাস অভ্যন্তরের বিভিন্ন ভবনে জীবনের ঝুকি নিয়ে প্রবেশ করে।

পুলিশ ভিতর থেকে ১৯ জন বন্দুকবাজকে আটক করতে সক্ষম হয়। এদের কাছে একটি কাটা রাইফেল, ৬ রাউন্ড গুলি ভর্তি একটি ম্যাগাজিন, একটি বন্দুকের ব্যারেল, ৬টি রড, দুটি রাম দা, একটি দা, ১১টি বোমা, থ্রিনট থ্রি রাইফেলের ১৫ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে। এছাড়া বন্দুকের গুলির ১৭টি ও থ্রি নট থ্রি গুলির ৫টি খোসা এদের কাছে পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের ৪০টি বুলেটের সামনের অংশ ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ উদ্ধার করে। ঘটনাস্থল থেকে ১৯ জন বাদেও পরে গোয়েন্দা পুলিশ আর ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃতের মোট সংখ্যা ৩১ জন।

এলাকাবাসীরা জানান, দুই গ্রুপের মধ্যে কমপক্ষে দুইশত রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়েছে। এদের গুলি বিনিময়ের ফলে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

বিকালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে নিহত সাব ইন্সপেক্টর ফরহাদের ময়না তদন্ত সম্পন্ন হয়। ময়না তদন্তকারী ডাক্তারের কাছ থেকে জানা যায়, থ্রি নট থ্রি রাইফেলের গুলি তার বুকে বিদ্ধ হয়েছিল। গুলি বুকের ডান দিক দিয়ে ঢুকে বাঁয়ে হৃদপিন্ডের মূল রক্তনালীকে ভেদ করে পিঠের দিকে পাঁজরের ৫ ও ৬ নম্বর হাড়ের মাঝখানে আটকে যায়। ডাক্তারের মতে, সম্ভবত একই সমতল থেকে ফরহাদকে লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করা হয়।

ময়না তদন্তের পর লাশ মর্গ থেকে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে নিয়ে আসা হয়। এ সময় পুলিশ লাইনে শোকের ছায়া নেমে আসে। পরে লাশ সংরক্ষণের জন্য বারডেমের মরচুয়ারীতে নিয়ে রাখা হয়।

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি থানার বিদিরপুর গ্রামে ১৯৫৭ সালে ফরহাদ জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম নাছিমউদ্দিন। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, ৩ ভাই ও দুই বোন রেখে গেছেন। তার বড় ভাই চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের একজন ডাক্তার। পুলিশ বাহিনীতে যোগদানের পর জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দলের সদস্য হয়ে তিনি নামিবিয়ায় দায়িত্ব পালন করেন।

বাসায় কান্নার রোল

ফরহাদের নিহত হওয়ার খবর শাহজানপুর রেলওয়ে কলোনীতে বি-২, এফ বাসায় ইফতারের সামান্য আগে এসে পৌঁছলে সেখানে এক শোকাতুর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। তার ১০ মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আঁখি আকুল কান্নায় গড়িয়ে পড়েন। পাঁচ বছরের ছেলে সানিও বুকফাটা চিৎকার করতে থাকে। এই দুঃসংবাদ নিয়ে আসেন ফরহাদের সহকর্মী সাব-ইন্সপেক্টর শফি। তিনি সম্পর্কে ফরহাদের স্ত্রীর বড় ভাই। তিনিও কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তাদের সকলের কান্নায় পুরো এলাকার মানুষ সেখানে এসে জড়ো হয়।

ছাত্রদলের নিন্দা

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি ফজলুল হক মিলন এবং সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন আলম জগন্নাথ কলেজে দু'দল সন্ত্রাসীর সৃষ্ট সন্ত্রাসে একজন পুলিশ সার্জেন্ট নিহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানান এবং গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন।

গতকাল এক বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় বলেন, একটি ষড়যন্ত্রকারী মহল জগন্নাথ কলেজ ও আশপাশের এলাকায় প্রভাব বিস্তার ও নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘদিন থেকে হীন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারই বহিঃপ্রকাশ হিসাবে শনিবারের এই দুঃখজনক ও ন্যক্কারজনক ঘটনাঘটে।

ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী মহলের দ্বারা সংঘটিত এই ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান। তারা নিহত পুলিশ সার্জেন্ট আবু নাসিম মোঃ হাসানুল ফরহাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

ঘটনা সম্পর্কে জগন্নাথ কলেজ ছাত্রদল

শনিবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে সংঘটিত সশস্ত্র ঘটনায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার সভাপতি আবু শেলিম চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ তাজুল করিম বাদল এক বিবৃতিতে গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন।

নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করেছেন। তারা অবিলম্বে কলেজ ক্যাম্পাস থেকে সকল সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করে কলেজের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করারও দাবি জানান।

ছাত্রদল নেতৃবৃন্দের দেয়া বিবৃতিতে বলা হয়, অস্ত্রধারী, সন্ত্রাসী, অছাত্র, বহিরাগতদের যে সংগঠনে আশ্রয় দিলে কখনো সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস। একথা আমরা বহুবার বলেছি। এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে নির্যাতিত-নিগৃহীত হয়েছি।

ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বিবৃতিতে বলেন, দীর্ঘ ১৯ মাস আমরা কলেজ ক্যাম্পাসে যেতে পারছি না। সংগঠনে অছাত্র, সশস্ত্র মাস্তান, বহিরাগতদের আশ্রয়, প্রশ্রয় দিলে তার পরিণতি যে ভয়াবহ হতে বাধ্য তার দৃষ্টান্ত শনিবারের সশস্ত্র তান্ডবলীলা।

অস্ত্রধারীদের কোন দল নেই। তারা নিজেদের প্রয়োজনেই বিভিন্ন সংগঠনের আশ্রয় নেয়। এ সত্য কথাগুলো আমরা বহুবার বলেছি, ব্যবস্থা নিতেও বলেছি। প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়েছি কিন্তু সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বরং বিভিন্ন মহল থেকে তাদেরকে মদদ দেয়া হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, চাঁদা, টেন্ডার, ভর্তি-ব্যবসা ইত্যাদির ভাগাভাগি নিয়ে সন্ত্রাসীরা একাধিকবার জগন্নাথ কলেজ ক্যাম্পাসকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছে। দুই গ্রুপের সশস্ত্র অবস্থানে কলেজের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা সদা ভীত সন্ত্রস্ত।